বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ অক্টোবর, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৭ অক্টোবর, ২০২৫, সোমবার, ৯ কার্তিক, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 40, Monday, 27 October 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

রাজ্য সম্মেলন সফলে গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ অক্টোবর : আগামী ৭-৯ নভেম্বর বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার ৩৮তম সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে জেলার সর্বত্রই পদযাত্রা ও জাঠা মিছিল সংগঠিত হচ্ছে। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক পূর্বস্থলী-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন পদযাত্রা শুরু হয় সমুদ্রগড় গোহাট মোড় থেকে। বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা শেষে দক্ষিণবাটি গ্রামে শেষ হয়। এই পথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষক নেতা সাহাদুল খান।

কালেখাঁতলা-১ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বিশ্বরম্ভা থেকে জামালপুর মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রা হয়। এই পদযাত্রার শুরু এবং শেষে রাজ্য কমিটির সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্য রাখেন বিনকাসিম সেখ, কার্তিক দাস প্রমুখ। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন সুদীপ্ত

বাগচী, রণজিত মাহাতো, সুমন্ত মুণ্ডারী, সরস্বতী দাস (বিশ্বাস), সরোজ দাস প্রমুখ। বর্ধমানের নীলপুরে প্রকাশ্য সমাবেশকে বৃহত্তম সমাবেশের রূপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পদযাত্রা হয়। পদযাত্রায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

মেমারিতে পদযাত্রা হয় ২৫ অক্টোবর। সুলতানপুর মোড় থেকে শুরু হয়ে চকদিঘি মোড়, কৃষ্ণবাজার, স্টেশনবাজার হয়ে বামুনপাড়া মোড়ে শেষ হয়। বক্তব্য রাখেন পীযূষ বিশ্বাস, কৃশানু ভদ্র প্রমুখ।

কৃষকসভার রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ অক্টোবর : ৭-৯ নভেম্বর বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সারা ভারত কৃষক সভার ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনের আগে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ২৫ অক্টোবর আয়োজিত সভার বিষয় ছিল; ''নয়া ফ্যাসিবাদ, দক্ষিণপন্থী জনবাদ ও বামপন্থী বিকল্প প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।'' বক্তা ছিলেন সাত্যকি রায়। সভা অনুষ্ঠিত হয় শাহেদুল্লাহ বিজয় ভবনের 'নিরুপম সেন সভাকক্ষে'। আলোচক প্রথমেই ব্যাখ্যা করেন কেন বর্তমান সময়ে ''নয়া ফ্যাসিবাদ'' শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদ কোনও অর্থনৈতিক প্রবণতা নয়, বরং একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। যদিও এর সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যোগ রয়েছে। লেনিন যেমন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তেমনি ফ্যাসিবাদের বিকাশও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের সময়ই ঘটে। আলোচনা সভাটির সভাপতিত্ব করেন তাপস সরকার, উপস্থিত ছিলেন অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বোন ফোঁটা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ অক্টোবর : মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটি এলাকার ৫টি গণসংগঠন ও উদ্যোগে এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ মেমারির শিক্ষা নিকেতন দাদপুর মামদোতলা এলাকায় বোন ফোঁটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা জয়দেব মুখার্জী। সভা শুরুর আগে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দাদারা বোনেদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন এবং বোনেদের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের কামনা করেন। বোন ফোঁটা অনুষ্ঠান সভায় বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষে অন্তরা দত্ত, সিআইটিইউ-র পক্ষে দীপঙ্কর বিশ্বাস, এবিপিটএ-এর শ্যামল বিশ্বাস, ডিওয়াইএফআই-এর সেখ রউফ, সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষে কৃষানু ভদ্র।

পূর্বস্থলীতে নতুন পাইকারি বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ অক্টোবর : পূর্বস্থলীতে একটি নতুন পাইকারি সবজি বাজারের উদ্বোধন হয়। এস টি কে কে সড়কের পাশে কালেখাতলায় নতুন বাজারটি হওয়ায় কৃষকদের উৎপাদিত সবজি বিপণনে সুবিধা হবে বলে জানান এলাকার কৃষকরা। বাংলার ভাত-ঘর বলে খ্যাত বর্ধমান জেলার অন্যতম কৃষি প্রধান মহকুমা হল কালনা। এই মহাকুমার পাঁচটি ব্লকের মধ্যে পূর্বস্থলী-২ ব্লকটি সবজি উৎপাদনে সেরা। এখানকার বাজার থেকে সবজি রাজ্যের বিভিন্ন শহর তো বটেই বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা পর্যন্ত চলে যায়।

R.O. Number 456(13)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 17.01.2025

নতুন চিঠি

২৭ অক্টোবর, ২০২৫

যা চলছে

গত এক সপ্তাহের সংবাদ মাধ্যমের হেডলাইনগুলো খেয়াল করলে গা কাঁটা দেয়। পিজি হাসপাতালের ডাক্তারদের টয়লেটে ডাক্তার সেজে এক নিরাপত্তাকর্মী এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। আর জি কর-এর দাগ মিলিয়ে যাবার আগেই দুর্গাপুরে ধর্ষিতা হয়েছে ডাক্তারি পড়ুয়া, উলুবেড়িয়ায় কর্মক্ষেত্রে আক্রান্ত হয়েছেন মহিলা চিকিৎসক, বীরভূমে আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর মাথায় দু'ডজন সেলাই হয়েছে। সামান্য মাইক বাজানো নিয়ে বচসায় খুন হয়েছেন এক যুবক, পুরুলিয়ায় ডাইনি অপবাদে খুন করা হয়েছে আদিবাসী মহিলাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ—সর্বত্র চলছে অরাজকতা। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত সাংবাদিককে থাপ্পড় মারছেন কোনো উর্দিধারী তো কোথাও আবাসনে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা, কোথাও পেট্রোল ঢেলে কাউকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা প্রত্যক্ষ করছে রাজ্যবাসী।

রাজ্যে অপরাধের এই বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিজেপি যতই গলা ফাটাক, ডবল ইঞ্জিনের সরকারও আইনের শাসন সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানেও চলছে গুণ্ডাবাজি। ত্রিপুরার বিলোনিয়াতে বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশে ১৭ বছরের দলিত কিশোরকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ওই রাজ্যেই এক দলিত বৃদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রস্রাব করে ফেলায় তাকে দিয়ে ওই প্রস্রাব চেটে পরিষ্কার করানো হয়েছে। মহারাষ্ট্রে সরকারি হাসপাতালের এক নবীন ডাক্তার উপর্যুপরি ধর্ষণে আত্মঘাতী হতে বাধ্য হয়েছে—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তা মেলেনি অসহায়ার।

তৃণমূল-বিজেপি দু'টো দলই পরস্পরের দিকে আঙুল তুলে নিজের দলের ভৈরববাহিনীর কুকীর্তিকে ঢাকার চেষ্টা করছে। কখনো মুখ্যমন্ত্রীর 'ছোট ঘটনা' তত্ত্ব মেনে কাউন্সিলর পুড়িয়ে মারার চেষ্টাকে মদ্যপের রসিকতা বলে লঘু করার চেষ্টা করছেন; কখনো মুখ্যমন্ত্রী, যিনি আবার পুলিশ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তাঁর অধীনস্থ দপ্তরকে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করছে কিনা সে সন্দেহ ভাসিয়ে দিয়ে দায় সারছেন। মুখ্যমন্ত্রী মানুন বা না মানুন, যা চলছে সেটা জঙ্গলরাজ। গুণ্ডাদের তিনি আর কন্ট্রোল করতে পারছেন না, তারা তাঁকে কন্ট্রোল করতে শুরু করছে। আর আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আলোচনায় দেশের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলো পিছনে চলে যাচ্ছে। মানুষ ভুলে যাচ্ছে ২০১৯-২০২৪ মাত্র পাঁচ বছরে অন্যায় ঢাকতে ৬৫ কোটি করের টাকা উকিলের পিছনে অপচয় করেছে রাজ্য। আদানিকে বাঁচাতে এল.আই.সি-র টাকা, মানুষের টাকা, নষ্ট হয়েছে। কেরালা যখন রাজ্য থেকে চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হচ্ছে, অক্ষম রাজ্যগুলো হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-দলিত নিয়ে কচলাকচলি করছে। সুশাসনের লক্ষণ কী, মানুষকে ভাবতে হবে।

'লাদাখ' জ্বলছে কর্পোরেটদের লোলুপ দৃষ্টির কারণে

কিশোর মাকর

ভারতের উত্তর সীমান্তের দুর্গম অঞ্চল লাদাখ; হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এক শান্ত, ধূসর মরুভূমি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। তবু রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ভূখণ্ড। যাকে অশান্ত করে তুলল কর্পোরেটদের লোলুপ দৃষ্টি।

২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভেঙে লাদাখকে যখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territory) ঘোষণা করা হয়। তখন মোদী সরকার ঘোষণা করে ভবিষ্যতে ষষ্ঠ তফসিল করে এলাকাটিকে স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। এই ঘোষণাকে মর্যাদা দিয়ে বিখ্যাত পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী ওয়াংচুক তখন সরকারের চোখের মণি হয়ে উঠলেন। তখন থেকেই সেখানে এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্ম হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠী তখন থেকেই দাবি জানাতে থাকে যে, লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে এবং সংবিধানের ষষ্ঠ সূচিতে (Sixth Schedule) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে তাদের সাংস্কৃতিক ও ভূমিগত অধিকার সুরক্ষিত থাকে। গত লোকসভা নির্বাচনে ২০২৪ সালে ওয়াংচুক স্বতন্ত্র দল বিজেপি-কে পর্যুদস্ত করে মোদীর মোহভঙ্গ করলো। তখনই চোখের বালি হয়ে গেল লাদাখের নয়নেরমণি ওয়াংচুক। তাঁকে দেশ বিরোধী আখ্যা দিয়ে আন্দোলনের মুখ-কে মিথ্যা আইনে গ্রেপ্তার করে দমাতে চাইলো কেন্দ্র। এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন সোনম ওয়াংচুক; শিক্ষাবিদ, পরিবেশকর্মী ও উদ্ভাবক, যিনি তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য সারা দেশে পরিচিত। ওয়াংচুকের নেতৃত্বে লাদাখের মানুষ ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে, এবং তাদের দাবি ছিল স্পষ্ট; ''আমাদের জমি, জল, পাহাড় ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাই। কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ষষ্ঠ তফসিল ভুক্তির আইন করতে হবে। মৃত্যুর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গ-কে এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ও ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। লাদাখের জন্য আলাদা পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে। এখন ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার জন্য সারা ভারতের সঙ্গে চাকরির প্রতিযোগিতায় নামতে হয় এবং ওখানে এখন ভারতের সব প্রান্তের মানুষ জমি জায়গা কেনার অধিকার পেয়েছে। এই দাবিগুলির সমর্থনে মুসলিম অধ্যুষিত লাদাখ এবং বুধিস্ট অধ্যুষিত লেহর মানুষ এক ছাতার তলায় আসে ওয়াংচুক-কে নেতা মেনে। মনে রাখতে হবে ওয়াংচুক হলো লেহ অঞ্চলের বাসিন্দা। এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে হিংসাত্মক করে তোলে কেন্দ্রের পুলিশ। আন্দোলনকে দমাতে চারজন অধিবাসীকে পুলিশের গুলিতে মারা হয়। নিহতদের মধ্যে একজন সাবেক সেনা সদস্য ছেওয়াং থারচিন (Tsewang Tharchin) ছিলেন, যিনি স্থানীয়ভাবে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

তাঁর এই বক্তব্য ও প্রতিবাদ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরকার তাঁকে ''রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে উস্কানিদাতা'' বলে চিহ্নিত করে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তাঁকে জাতীয় সুরক্ষা আইন (NSA)-এর আওতায় গ্রেফতার করে। ওয়াংচুককে প্রথমে লেহ থেকে স্থানান্তর করা হয়, পরে তাকে যোধপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর গ্রেফতারের পর থেকেই সমর্থকরা দেশজুড়ে প্রতিবাদ শুরু করে। উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও কলকাতায় তাঁর মুক্তির দাবিতে মিছিল হয়। লাদাখের বিভিন্ন গ্রুপ প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে ২৬ অক্টোবর এক 'ব্ল্যাকআউট ডে' পালনের ঘোষণা করে।

ওয়াংচুকের স্ত্রী, গীতাঞ্জলি অ্যাংমো, সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছেন, যেখানে তিনি দাবি করেছেন যে তাঁর স্বামীকে বেআইনি ভাবে আটক করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট শুনানিতে ওয়াংচুককে তাঁর ডিটেনশন সম্পর্কিত নোট স্ত্রীকে শেয়ার করার অনুমতি দিয়েছে, এবং মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছে ২৯ অক্টোবর ২০২৫। অন্যদিকে, লাদাখ প্রশাসন আদালতে জানিয়েছে যে, ওয়াংচুক ''জাতীয় নিরাপত্তা বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত'' ছিলেন এবং তাঁর গ্রেফতার আইনানুগ প্রক্রিয়ায় হয়েছে। এই ঘটনায় লাদাখের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহে গভীর প্রভাব পড়েছে। একদিকে প্রশাসন বলছে তারা আইন মেনে চলেছে, অন্যদিকে স্থানীয় জনগণ বিশ্বাস করে যে তাদের ন্যায্য দাবি দমন করার জন্যই বলপ্রয়োগ ও গ্রেফতার করা হয়েছে।

লাদাখে কর্পোরেট গোষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি কেন? সমগ্র লাদাখের ধূসর মরুভূমিতে প্রচুর মূল্যবান, বিরল লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অমূল্য সম্পদের খোঁজে এখন গোটা পৃথিবী। আমাদের সবটাই এখন চিন থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমান সভ্যতায় যানবাহন ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দেবে প্রচলিত বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব লিথিয়াম। যার জন্য আদানি গোষ্ঠীর হাত লক লক করছে। আর একটি সোলার পাওয়ার প্যানেল তৈরির উপযুক্ত ক্ষেত্র। যার জন্য মুখিয়ে আছে টাটা, আদানিগোষ্ঠী। কংক্রিটের উন্নয়ন গড়তে গিয়ে লাদাখের জৈব বৈচিত্র্যের ওপর বিরাট আঘাত নেমে আসবে। আজ যার হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, দার্জিলিং ভুক্তভোগী। জৈব বৈচিত্র্য এবং নদী নালা, পাহাড় কাটলে বড় বিপর্যয় নেমে আসবে।

লাদাখ ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত, একদিকে চীন (তিব্বত) এবং অন্যদিকে পাকিস্তান ও গিলগিট-বালচিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। তাই অঞ্চলটি শুধু ভৌগোলিক নয়, কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভারতীয় সেনার একাধিক ঘাঁটি রয়েছে, বিশেষত গালওয়ান উপত্যকা, দৌলত বেগ ওল্ডি ও কারাকোরাম পাসের এলাকায়। লাদাখের কার্গিলে যখন পাকিস্তান চুপিসারে সেনা ছাউনি ফেলে, তখন ওই অঞ্চলের মেষপালকরা সর্ব প্রথম ভারত সরকারকে জানায়। বাকিটা তো ইতিহাস। ঠিক তেমনি লেহ অঞ্চলের গালোয়ান সীমান্ত এলাকায় চিন যখন ঘাঁটি গাড়ে, ঠিক তখনই ওই মেস পালকরা সর্ব প্রথম জানতে পারে। স্বভাবতই লাদাখবাসীদের দেশপ্রেম সমস্ত প্রশ্ন চিহ্নের ঊর্ধ্বে।

অঞ্চলিক মর্যাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territory) ; ৩১ অক্টোবর ২০১৯ থেকে। গঠিত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বিভক্তির পর। মোট আয়তন প্রায় ৫৯,১৪৬ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা (২০১১ জনগণনা) ২,৭৪,২৮৯ জন। বর্তমান আনুমানিক জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ জন । জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৫ জন (অত্যন্ত কম)। প্রধান জেলা লেহ ও কারগিল। রাজধানী লেহ। ভাষা লাদাখি, বালতি, উর্দু, ইংরেজি। ধর্ম বৌদ্ধ ও মুসলিম (শিয়া ও সুন্নি উভয়ই)। শিক্ষা এখানে জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। উচ্চতা গড়ে ৯,৮০০ ফুট (৩,০০০ মিটার) থেকে ২৫,০০০ ফুট পর্যন্ত। অর্থনীতি নির্ভর করে পর্যটন, কৃষি, পশুপালন, সামরিক ঘাঁটি, ও হস্তশিল্পের ওপর।

সাহিত্যিক স্বপ্নকমল সরকারকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ অক্টোবর : ছদ্মবেশ খুলে ঘুমিয়ে পড়েছে স্বপ্ন চিতার আগুনে—স্বপ্নময় দুই চোখ তাঁর, কবিতাতেও স্বপ্ন শব্দের প্রয়োগ ব্যপক। আট থেকে আশি সবার বন্ধু—তিনি স্বপ্নকমল সরকার। ২৪ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। ১২ অক্টোবর, ২০২৫ তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হল। ২৪ অক্টোবর বর্ধমান পৌর বিদ্যায়তনের রাজেন্দ্র সভাঘরে তাঁকে নিয়ে একটি ফোল্ডার প্রকাশ করতে গিয়ে শ্যামলবরণ সাহা বললেন, আজ স্মরণসভা নয়। প্রতিবাদ সভা। তাঁর কন্যা সুলগ্নাও বারবার চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুল সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী রমাশ্রী সরকার এবং দুই জামাতা। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীজাতা সরকার নৃত্যের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর ব্যপ্ত জীবনের কথা তুলে ধরেন দেবেশ ঠাকুর, সুকৃতি ঘোষাল, অসিত ঘোষাল, বিমল নাগ, কুণাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁর লেখা কবিতা পাঠ করেন সূর্য মণ্ডল, ডাঃ গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ সরকার, নিত্যানন্দ দত্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, মণিকা ঠাকুর, শর্মিতা সামন্ত ও মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অনুপম চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। সমবেত সঙ্গীত আগুনের পরশমণি গেয়ে তাঁর জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়। স্মরণানুষ্ঠানে পরিবারের পক্ষ থেকে বর্ধমান ব্লাইন্ড একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের সামাজিক কর্মসূচি পালন মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ অক্টোবর : জেলা পুলিশের উদ্যোগে মেমারি থানার সহযোগিতায় গ্রাম রক্ষীবাহিনীর কালীপুজো উপলক্ষ্যে থানা প্রাঙ্গনে দুঃস্থদের বস্ত্রদান, বাচ্চাদের পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ, ট্রাফিক সিভিকদের হেলমেট বিতরণ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত জন সচেতনতা কক্ষে সাধারণ মানুষের সামনে সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি, ডি এস পি মেমারি মিজানুর রহমান, সি আই বি বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস প্রমুখ।

গোপা সামন্তর 'সীমায়িত পৃথিবীর গদ্য' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ অক্টোবর : বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ও গবেষক ড. গোপা সামন্তর 'সীমায়িত পৃথিবীর গদ্য' গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অলোক কুমার চক্রবর্তী। প্রকাশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নট-নাট্য ও বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুর। উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ডা. গৌতম সাহা, ড. সব্যসাচী সরখেল ও লেখিকা। বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সঞ্চালনা করেন শরৎ ঘোষ ও দেবাঞ্জলি। বর্ধমান

উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতের এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যা উপহার পেলেন পুস্তকপ্রেমীরা।

অন্য সংস্কৃতি

যাপন

ছোট গল্প

অরুণাভ চক্রবর্তী

ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে সাগর। একটা সময় ছিল সে ইচ্ছে করলেই স্বপ্ন দেখতে পারতো। ধরা যাক, যে মেয়েটির প্রতি সে দুর্বল সেই মেয়েটিকেই সে স্বপ্নের ভিতর দেখছে। প্রথমে সে ভাবছে তার মুখ—অবয়ব, অমনি সে হাজির। এরপর সে নির্দেশ দিল আমার হাত ধরো। মেয়েটি হাত ধরলো।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। তারপর সে তার ঘরটাকে বদলে যেতে বললো। ঘরটি বদলে গেল। সাগর কেবল মনে মনে ভাবলো ঘরের কোথায় কী কী থাকবে। তাই হলো। পাঁচতারা হোটেলের ঘরের মতো হয়ে গেল। সাগর তার মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনে আর কয়েকটা হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের নিয়ে নায়কদের ওই ঘরে নিয়ে যেতে দেখেছে, আদর করতে দেখেছে, পাশাপাশি শুয়ে থাকতে দেখেছে। সাগর বিশ্বাস করে সামনে ক্যামেরা থাকে বলেই এত সংযম, এত ইতস্তত।

বনানী রোগা আর কৃষ্ণবর্ণ। সাগরদের মতোই সেও তাঁত পরিবারের সদস্য। দ্রুত তাঁত বুনতে পারে। বিয়ের পর তার বাড়িতে এলে সাগরের পরিবারেরও উপকার হবে। সাগর কেবল তার মা-কে নিয়ে থাকে, ভাইয়েরা আলাদা থাকে, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। বনানীরা তিন জন— বাবা, মা আর সে। সাগরের ঘরটা বড়ই। পুরানো আসবাবে ভর্তি, মাটির ঘর আর খড়ের চালা। ওই এক উঠানেই অন্য ভাইদেরও তাই।

বনানীকে সে আগেই বলেছে, মায়ের দায়িত্ব কেউ নেয়নি, সেই নিয়েছে। অতএব বিয়ের পর তাকেই নিতে হবে।

সাগরের ঘরের বাইরে একটি খুব বড় চালা আছে। চারটি তাঁতকল তাতে বসানো আছে। তাঁত পাড়ার পুরুষ বা মহিলার হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন তারাও আসে, তাঁত বোনে। সাগর ধার বাকি রাখার পক্ষপাতী নয়। সে রোজকার পাওনা রোজ মিটিয়ে দেয়।

ক্রমশ তাঁতের বাজার পড়ছে। সিল্কের আর মেশিনের সাথে পাল্লা দিতে পারছে না। এই নিয়ে কারিগরদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ দেখা দিল। এই নিয়ে তাঁতিদের নিয়ে একটি সংগঠন ছিল, তারা তাঁতিদের পাশে থাকার কথা বলতো, সাহায্য করতো। তাঁতিদের সমস্যাগুলো নিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলতো।

ইদানীং সাগর নিজেও কথা বলছে তাঁতিদের সাথে। সেও চাইছে সকলকে একজোট করতে। আশ্চর্যের কথা তার ভাইরা তার বিরুদ্ধতা করছে। এর বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সেই গোষ্ঠীতে তারা যোগও দিয়েছে। তারা প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তাঁতিরা জানে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি তাদের পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। এই কথাগুলো সাগরের দাদারা বনানীর কানে পৌঁছে দিয়েছে, তার বাবাকেও তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছে।

সাগর শহর থেকে মাল কিনে ঘরে ফেরার সময় তার মেজ ভাই সমর বাড়ির পাশের পুকুর ঘাটের সামনে সাগরকে বললো—

সমর : আমরা যে দিকে গ্রামের অনেকে আছি চলে আয়।

সাগর : কোন্ দিকে?

সমর : আরে সরকার অনেক কিছু দিয়েছ, দেবে।

সাগর : তা হবে না।

সমর : না এলে ফল ভুগবি।

হুমকি দিয়ে চলে যায় সমর। সাগর বাড়ি এসে তার বিধবা ও বৃদ্ধা মা-কে সব বলে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই সাগর জানতে পারে বনানীর বাবাকে ওরা ভয় গেখিয়েছে, হুমকি দিয়েছে। বণানীও আর নিয়মিত তার মায়ের খোঁজ নেওয়ার অছিলায় আর তাদের বাড়ি আসে না।

সাগরের মনে হয় গ্রামটাও বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মানুষ। হয়তো একদিন বনানীও বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু থেকে যাবে তাদের জীবনের সমস্যা। কিছু মানুষ তো তার পক্ষেও ছিল। তারা থাকবে তো? নাকি তারাও একজন একজন করে চলে যাবে ওদিকে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

সাগর ভাবলো সে একজন তাঁতি। সে স্বপ্ন দেখতে পারে। রাতে সে চোখ বন্ধ করে ঘুমের মধ্যে বনানীকে ডাকলো—

সাগর : শুনলাম তুমি ভয় পেয়েছো?

বণানী : আমি না, ওরা ভয় পেয়েছে।

সাগর : আমি জানি দাদারা আমার সম্পর্কে অনেক কুকথা বলেছে। তবু আমি তোমার বাপের সাথে দেখা করতে যাব।

বণানী : এখনই চলো।

তারা হাঁটতে হাঁটতে বণানীর বাড়ি পৌঁছাতেই দেখলো তার বাবা আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে।

সাগর : আমি ওকে নিয়ে কথা বলতে এসেছি।

সকলে মিলে চিৎকার করে ঘিরে ধরলো ওকে।

ঠিক তখনই সাগরের মা ধাক্কা দিল তাকে—দেখ কতলোক এসেছে। ওরা তোরে মারতে চায়।

—কেন?

—তুই চাষিদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস—ওরা বলছে।

বিছানার থেকে উঠে সাগর বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে কোথাও বনানী আছে কি না।

এক সুকান্ত অনেক সুকান্ত

নয়ন কোনার

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনকালটি কেবল যে ছোট তাই নয়, ভারতের, আরও বিশেষভাবে বললে বঙ্গভূমির, ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক টাইমলাইনেই সেটি আপতিত। ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের ঘড়া তখন উপচে পড়েছে, ছিবড়ে হয়ে গেছে এই দেশ, এই প্রদেশ। দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের দুটি দশক। তার সঙ্গে একটি ভয়াল বিশ্বযুদ্ধ, যা একদিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় ভারতের তরুণদের ক্যানন ফডার হিসেবে নামিয়ে দিচ্ছে রণাঙ্গনে, অন্যদিকে বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে কেড়ে নিচ্ছে বেঁচে থাকার ন্যূনতম রসদগুলিও।

১৯১৪-র আগে এবং ১৯৪৭-এর পরের বাংলা তথা ভারতকে যেসব বাঙালি সাহিত্যিকরা দেখেছেন তাঁরা স্মৃতি বা স্বপ্ন কোন একটা অবলম্বন করে কখনও না কখনও ভাবালু হওয়ার অবকাশ পেয়েছেন। সুকান্ত পাননি। সমাজ থেকেও পাননি, জীবন থেকেও পাননি। তিনি যখন লেখেন, 'তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে/গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারি মৃত্যুর কবলে' তখন সেটা কেবলমাত্র সেই সময়ের প্রতিভ কোন কবির চোখের সামনে ঘটা দুর্ভিক্ষদুর্দশার অপরোক্ষানুভূতি থাকে না, অনেকাংশে ব্যক্তিগত দিনলিপিও হয়ে ওঠে। তাঁর 'রক্তাক্ত দিন' যক্ষ্মা রোগের অভিঘাতে আক্ষরিক অর্থেই রক্তাক্ত। সুকান্তের বিশেষত্ব এই যে, তাঁর সৃষ্টিতে রূপক ও বাস্তব, অভিধা ও ব্যঞ্জনা আপন সত্যের বলে একাকার। সুকান্তের কাব্যকৃতি, তাঁর ক্ষণস্থায়ী আয়ুর কারণেই, স্বল্প, কিন্তু তার প্রভাব বিপুল।

তিনি রবীন্দ্রভক্ত-রবীন্দ্রবিরোধী বাইনারিতে ঢোকার সময়টুকুও পাননি। সময় পাননি কলাকৈবল্যবাদের স্রোতে একদিনের জন্যও পা ভেজানোর। তাঁর কবিতা উঠে এসেছে আদর্শজারিত জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর আদর্শ ঘোষিতভাবেই বামপন্থা। শ্রেণিচেতনা হল তাঁর ধেয়ানে আলোকরেখা।

ঠিক এই জায়গায় বহু সাহিত্যিক গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে যান। আদর্শের বাঁধনে কবিতা লিখতে গিয়ে কবিতা প্রায়শই স্লোগান বা প্রোপাগান্ডা হয়ে যায়। অথচ, কী আশ্চর্য, সুকান্ত সেই কিশোর বয়সেই স্লোগানকেই কবিতা বানিয়ে ফেললেন! আরও আশ্চর্য, তার মধ্যেই আনলেন বিপুল বৈচিত্র্য। 'একটি দেশলাই কাঠি' বা 'সিঁড়ি' বাংলা সাহিত্যে সমাসোক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'একটি মোরগের কাহিনী' অতীব শক্তিশালী রূপক। 'রানার' প্রতীকী, রানার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক, 'পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' বা 'রানার রানার এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে'-র মত ছত্র দুনিয়ার সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের বেদনাকে পরিস্ফুট করছে। 'কনভয়'-এ প্রতীক ও সংকেত একীভূত। 'ভালো খাবার', 'পুরনো ধাঁধা' বিদ্রূপের সশব্দ কশাঘাত। এমন অজস্র উদাহরণ আছে। বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ধনাঢ্য, কিন্তু মূল সুর এক সমাজতন্ত্রীর শ্রেণিচেতনা, স্বপ্ন সেই একমেবমদ্বিতীয়ম্ শ্রেণিহীন সমাজ, যার চালিকাশক্তি মানবতাবাদ।

কাব্যভাষাকে পূর্ণ বশীভূত করে তার শিরায় শিরায় আদর্শের রক্ত সঞ্চালন করানোর এমন উদাহরণ বিরল।

কাব্যভাষার প্রসঙ্গে যে দুটো কথা না বললেই নয়। প্রথমত, মাত্র একুশ বছরের জীবনকালে স্বকীয় কাব্যভাষা নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব কাজ। ওই বয়সটা লেখা মকশো করার বয়স। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ সকলেই তাই করেছেন। বছর কুড়ি বয়স অব্দি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' ইত্যাদি। জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হচ্ছে আটাশ বছর বয়সে। এসব কাব্যগ্রন্থে তাঁদের প্রতিভা এবং স্বকীয় কাব্যভাষার দশ শতাংশও স্ফুরিত হয়নি। বিকশিত হতে সময় লেগেছে। সুকান্তও বেঁচে থাকলে তাঁর লেখাতেও নিশ্চিতভাবেই বহু বিবর্তন আসত, আরও পরিণত কাব্যভাষা সৃষ্টি হত। কিন্তু ওই বয়সেই তিনি যে কাব্যভাষা সৃষ্টি করলেন তা বিস্ময়কর। তাঁর কবিতা যেন জন্মেই যৌবন লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, কাব্যভাষার আলোচনা করতে হলে কবিতার ভাষার দিকে, পাশাপাশি ভাবের দিকেও, নজর দিতে হবে। সুকান্তের কবিতার ভাষা কেমন? একজন পরিশীলিত নাগরিকের ঠোঁটের ভাষা হুবহু তুলে আনলেন তিনি। বাংলা কবিতার যা যা চিরপ্রচলিত ম্যানারিজম ছিল তা যেন সম্পূর্ণ কলম থেকে কালি ঝাড়ার মত ঝেড়ে ফেলে তবেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

মম, মোর, তব, তরে, সনে ইত্যাদি আর্কেয়িক শব্দ নেই। চূড়ান্ত আধুনিক শব্দ এবং বাক্যবিন্যাস। নেই সাধুভাষার প্রয়োগ। অথচ যাদের লেখা পড়ে তিনি বেড়ে উঠছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, নজরুল প্রমুখ সকলের লেখায় এসবের ছড়াছড়ি ছিল। অন্যদিকে তিনি পরিহার করলেন ধোঁয়াশাময় দুর্বোধ্যতা, যা তখন রীতিমতো ট্রেন্ডি। একজন সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণের পক্ষে এ এক অসাধ্যসাধন। একে তো দুর্বোধ্যতার মধ্য দিয়ে বৈদগ্ধ্যপ্রকাশের (সেটা ছদ্ম-বৈদগ্ধ্যও হয় হামেশাই) প্রলোভন আছে, তাছাড়া ওই বয়সে নিজের অন্তরের ভাব নিজের কাছেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে না। মনে রাখতে হবে, আর্টের শুরুতে আসে ক্র্যাফট, একদম শুরুতেই আর্টিস্টের স্বকীয়তা বিকশিত হয় না। সূত্রপাত হয় প্রভাববিস্তারী কোন পূর্বসূরির অনুকরণ থেকে, তারপর ক্রমান্বয়ে তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, নিজের দর্শন ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং অবশেষে স্বীয় অভিব্যক্তির স্বাভাবিকীকরণ ঘটে। সুকান্ত যেন অভিমন্যুর মতো মাতৃগর্ভেই প্রস্তুতি সেরে নিয়েছিলেন। কোন উত্তুঙ্গ পর্যায়ের প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে এমনটা সম্ভব!

বিস্ময়করভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে সুকান্ত চূড়ান্ত সৎ, স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। তিনি জানেন তিনি কী লিখছেন, কীভাবে লিখছেন এবং কেন লিখছেন। তিনি লিখছেন বিদ্রোহের কবিতা, লিখছেন সচেতন মানুষের বোধগম্য ভাষায় এবং লিখছেন জীবনাদর্শের তাড়না থেকে। কী ছন্দোবদ্ধ কবিতায়, কী গদ্য কবিতায় একটিও দুর্বোধ্য লাইন নেই, সরাসরি পাঠকের মনে ঠাঁই নিচ্ছে। প্রকৃত অর্থেই তাঁর কবিতার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে।

একে তো সাম্যের ব্রতে আত্মনিবেদন করেছেন, বয়সটিও থরোথরো উন্মাদনার, তদুপরি জাতিগতভাবেও আবেগপ্রবণ বাঙালি সুতরাং সোচ্চারে নিজেকে ব্যক্ত করা তাঁর কবিতার পক্ষে অনিবার্য ছিল। তবুও বারবার মনে হয় তিনি একটু সুস্থিত জীবন পেলে শান্তস্বরের সুকান্তের কিছু কবিতা আমরা পেতাম। অনুচ্চকিত কণ্ঠে কিছু কবিতা প্রেমের, কিছু কবিতা প্রকৃতির কথা বলত। তাঁর

—এরপর চারের পাতায়

প্রত্ন নদীপথে

সৌ মে ন্দ্র

তোমাকে ছুঁয়ে থাকতে চেয়ে,
তোমাকে নিয়েই ঘুরে চলি অদ্ভুত মাঠে—
তিন ফসলের মায়াময় মাটি পায়ে মেখে
অজয়-কুনুর এর সঙ্গমে একা চুপে বসি,
পাগল নদী-বাঁকের দেহে লিখে রাখি যৌবন কথা।

একদিন এমনই জলপথে রেখেছিল
শাসনের ও অনুশাসনের ভাঙাচোরা ইতিকথা।
পুরোনো থানা, দরগা ও কালীবাড়ির সহাবস্থান
আমাদের প্রাচীন জনপদের বৃত্তান্ত শেখায়,
পুলিশকর্মীরা নদী পথ থেকে ঘাটে নেমে
ক্ষয়ে যাওয়া ব্যারাকে উঠতেন মেদুর সন্ধ্যায়।

সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের এত ভিতরে ঢোকা থানা!
যতবার ভেবেছি নদী-স্রোতের কাহিনি,
ততবারই গল্প বুনেছে মন,এখনো শুনি
চরম বাঁকের পথে অনুশাসনের প্রাকৃতিক বন্ধন।

আজ সেখানে থানার চিহ্ন নেই, থানের আছে!
ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে অনতিদূরে নদী দেখা যায়—
মুখোমুখি চেয়ে থাকে আস্তানা ও কালীবাড়ি,
বিস্তীর্ণ চরভূমি জুড়ে পড়ে আছে ইতিহাস।
দুর্গম পথের স্মৃতিরেখা থেকে গেছে—
প্রাচীন জনপদের পানে টেনে নিয়ে যায় প্রত্নমনও,
পুরনো দ্বিতল মাটির ক্লাব চেয়ে আছে এখনো।

নগরের স্বপ্ন ভেসে গেছে প্রখর গতিপথের ফাঁকে
একা সন্ধ্যায় নদী তীরে মৃদু কলরব যেন জাতিস্মরকে ডাকে।

যে মঙ্গলকোট আজকাল খবরে আসে বারবার,
সেখানেই পুরা-মিলনের ইতিবৃত্ত লেখা আছে দুর্বার।

জেনে বুঝে চুপ থাকলে যা হবে

দিলীপ সাঁতরা

জেনে বুঝে চুপ থাকলে আরও অন্যায় বাড়বে
সবকিছু দেখে শুনে থমকে গেলে ওরাই থাকবে।

সাধারণ ভোটারদের লোভের ফাঁদে ফেলছে যারা
এই গ্রাম শহরের বেকারদের উন্নতি চায় না তারা।

উদাসীনতা ভেঙে পাহাড় থেকে সমতল মিছিলটা বাড়াও
মানুষের সুস্থ সংস্কৃতিকে ধ্বংসকারীদের এবার তাড়াও।

সভ্যতার পিলসুজ কৃষক খেতমজুর শ্রমিকদের দাবি তাই
খেতখামার কারখানায় সবার জন্য প্রকৃত মজুরি চাই।

সম্প্রীতি

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

সমর্পণে এই মধুমাস, মাটির কাছে মায়া
এ বন্ধনে পথের আভাস, খেলছে আলোছায়া।
আলোয় আলোয় কাছে আসা, ছায়ায় ছায়ায় ভাসা
অনন্তনীল অনুভবে সুখের ছোট্ট বাসা
যে দিকে যাও, দু-হাত বাড়াও, পথই তোমার সাথী
পথের গানে, হৃদয় টানে, জ্বালিয়ে দিও বাতি
সুখের বাসায়, ভালোবাসায়, রাঙা মাটির গান—
একতারাতে, পথের সাথে, উঠলো জেগে প্রাণ
প্রাণের আলো, ঘুচুক কালো, জীবননদীর ঢেউ
সুখের ঘরে, এ অন্তরে, এসেছে আজ কেউ
সমর্পণে, এ বন্ধনে, নদীর জোরে, আলো—
ভাসতে ভাসতে, হাসতে হাসতে, সবাই থেকো ভালো
রাঙা মাটির গান গেয়ে পাই রাঙা মাটির দেশ
সম্প্রীতির এই আমন্ত্রণে নাই কোনো বিদ্বেষ।

শিলান্যাসের ১৮ মাস পরেও রাস্তার কাজ শুরু হয়নি চুপিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ অক্টোবর : পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয়ের রাস্তা নির্মাণের দেড় বছর আগে শিলান্যাস হলেও এখনো কাজ শুরু হয়নি। রাস্তা নির্মাণ আর হবে কিনা সংশয় দেখা দিয়েছে এলাকার মানুষের মনে। উল্লেখ্য কাষ্ঠশালী প্রাইমারি স্কুল থেকে চুপি পাখিরালয় পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার জন্য সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। গত ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাষ্ঠশালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই রাস্তার জন্য শিলান্যাস করেন তৎকালীন পূর্ব বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুনীল মণ্ডল। এই রাস্তাটি সংকীর্ণতার কারণে বাইরের পর্যটকরা গাড়ি নিয়ে সরাসরি চুপিচড়ে পৌঁছাতে পারছিলেন না। গাড়ি রেখে অনেকটাই তাদের হেঁটে পৌঁছাতে হচ্ছিল পাখিরালয়ে। পর্যটকদের এই অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে রাস্তাটি চওড়া করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রাক্তন সাংসদ সুনীল মণ্ডল রাস্তাটির কাজ শুরু না না হওয়ার জন্য অবাক হয়ে যান। কি কারণে রাস্তাটির কাজ শুরু হলো না তার খোঁজখবর নিচ্ছি।

বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ, গলসীতে বিজ্ঞানমঞ্চের সচেতনতা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ অক্টোবর : ধানগাছ ফুলানোর সময় বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ শুরু হয়। কৃষিবিদদের পরামর্শ মেনে নানারকম পরিচর্যা করেও বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ ঠেকাতে পারছেন না কৃষকরা। তাই ধান পাকার আগেই বাদামি শোষক পোকার আক্রমণ মাঠ জুড়ে। সেই ছবি দেখা যাচ্ছে কালনা-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। ফলে ধানের ফলন কমে কৃষকরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা প্রায় নিশ্চিত। কালনা মহকুমার ধান আলু পাট প্রধান ফসল। কিন্তু আমন ধানে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দেওয়ায় ফসলের উৎপাদন অনেকটাই কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কারণ জমিতে জায়গায় জায়গায় ধানগাছ একেবারেই শুকিয়ে পোয়াল হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের একজন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই আধিকারিক বলেন, বাদামী শোষক হল একটি সুপরিচিত ধানের পোকা। এটি ধানগাছের পাতা কোষ থেকে রস শুষে নিয়ে গাছটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেগুলি পরে হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। উচ্চ আর্দ্রতায়, উচ্চ তাপমাত্রায়, ধানের জমিতে মাত্রাধিক নাইট্রোজেন প্রয়োগ ও বায়ুহীন পরিবেশে বাদামি শোষক পোকা অনুকূল পরিবেশ পায়। এই পোকা দমন করতে হলে বপনের পর্যায়ে বাদামী শোষক

পোকা নজরে এলেই বীজ বপন করা জমিতে জল ভরে দিতে হবে। কিন্তু বাদামী শোষক পোকার সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে কীটনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এই পোকা দমনের মোক্ষম কীটনাশক হচ্ছে হ্যাসিফেট নামক কীটনাশক। কিন্তু এই ঔষধ ব্যবহারের আগে ধান গাছের ৮ সারি অন্তর অন্তর ধান গাছ হেলিয়ে দিয়ে গোড়ায় আলো ও হাওয়া বাতাস আসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

গলসী-১ ও ২ ব্লকের খানা, গলসী, কুদরকী গ্রামে বাদামি শোষক পোকা নিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও বর্ধমান সদর কৃষি আধিকারক এই নিয়ে বৈঠক করেন। বলেন যে, আতঙ্কের কোনো কারণ নেই। ধানে ফুল আসার ৭দিন পরে স্প্রে করতে হবে। এবং জমি থেকে জল বের করে দিতে হবে। ইউরিয়া সার ব্যবহার কমতে হবে। জৈব সার, গোবর সারের প্রয়োগ বাড়াতে হবে। উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, কে পি এস অর্ঘ্য ভট্টাচার্য, অসীম মণ্ডল, দেলওয়ার হোসেন মোল্লা, গোপাল ঘোষ প্রমুখ।

মহিলা নেত্রীর জীবনাবসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ অক্টোবর : মহিলা নেত্রী স্বস্তিকা ব্যানার্জী (৭৯)-র (কর্মকার) রাতে জীবনাবসান হয়েছে। সকালে খবর পেয়ে তাঁর কালনা-২ ব্লকের আনুখালের বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন সিপিআই(এম) নেতা কর্মীরা। তাঁকে ফুল মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব তথা মহিলা আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেত্রী অঞ্জু কর, মহম্মদ শা, নবকুমার বাগ, আলী মণ্ডল, শিবনাথ বসু, অশোক ঘোষ, সুশান্ত ব্যানার্জি, রঘুপতি মাঝি, মিঠু সাঁতরা, নির্মল মণ্ডল প্রমুখ। কালনায় তাঁর শেষকৃত্য হয়। স্বস্তিকা ব্যানার্জি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী সাধন কর্মকার, একমাত্র কন্যা সন্তান এবং জামাতাকে রেখে গেলেন।

বাহান্নবর্তী (১৪)

রত্না রশীদ

বিগত বেশ কয়েকটা সংখ্যা ধরে আমি এদেশের সাংঘাতিক রকমের কাজের সঙ্গে লেগে থাকা নিয়েই বলে চলেছি। বাস্তবিক, আমি তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেছি। প্রতিটি সেক্টরে মিনিমাম দশ ঘণ্টা কাজ করতেই হবে। বাড়িতে নিজের ছেলে-বৌমাকেই তো দেখছি। মিনিমাম দশ ঘণ্টা কাজ। বৌমা যেহেতু জি.পি. তাই দশ ঘণ্টা কাজ করেই বাড়ি চলে আসতে পারে। কিন্তু ছেলের যেহেতু এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট (ই.ডি), নিজের কাজ শেষ হলেও প্রায়শঃই দেরি হয়, পরিস্থিতি আটকে রাখে ওকে। তবে দশ ঘণ্টা ডিউটির পর সরকারি কোনো চাপ নেই, অন্যান্য ডাক্তাররাও রয়েছেন, তবু....। ওর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়।

তো এই তো এদেশের সরকারি নিয়ম। মিনিমাম দশ ঘণ্টা। এর পরেও অবসরের পর কেউই যেহেতু পেনসন পাবে না, এই কাজের চাপের পরেও স্বেচ্ছায় অন্য কাজে যুক্ত হয়। এমনিতেই ফিফটি পারসেন্ট ডাইরেক্ট ইনকাম ট্যাক্স কাটার পর মোট মাইনের অর্ধেক হাতে পায়, বাড়তি কোনো কাজ না করলে রিটায়ারের পর তো কোনোরকম রোজগারই থাকবে না। তখনকার ব্যবস্থা কর্মরত থাকতে থাকতেই করে নিতে পারতে হবে। অতএব দৌড়োও, দৌড়োও...। এমন ব্যবস্থা করে রাখো যাতে জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারো। তারপর আরাম করো, আয়েশ করো, যাবতীয় সখ মেটাও, পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, কেউ আটকাবে না। কাজ তো সারা হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে কেনোক্রমে একটা চাকরি জুটলো তো, পরিবারসমেত চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির জীবন সার্থক হয়ে গেল। প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি সমেত পাত্রীর পিতাগণ নিলামের দর হেঁকে লাইনে দাঁড়িয়ে যাবেন। সবাই জানে চাকরির চেয়ে উপরি বেশি। সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে 'ঘুষ' অতি পরম বস্তু। আর সরকারি চাকরি একবার পেয়ে গেলে সরকারি দলকে তেল দিয়ে যেতে পারলেই হলো। কাজ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আগে চেয়ারে কোট ঝোলানো থাকলেই উপস্থিতি গণ্য করা হতো, এখন তাও লাগে না। কাজ না করলেই সরকারিভাবে পুরস্কৃত হবার সুযোগ। নিয়ম মেনে কাজ করলেই সরকারের ও তস্য চামচাবর্গের রোষানলে ভস্মীভূত হতে হবে। উপায় নেই কাজ করার।

(চলবে)

—তিনের পাতার পর

এক সুকান্ত অনেক সুকান্ত

অন্তরের প্রিয় রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যা পেয়েছিলেন, আমরাও তাঁর কাছে তেমন কিছু পেতাম। জীবনানন্দ যেমন লাশকাটা ঘরের পাশাপাশি রূপসী বাংলাকেও দেখিয়েছেন তেমন কিছু সুকান্তও দেখাতেন। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি পরোক্ষে সেকথা স্বীকারও করে নিচ্ছেন। রবীন্দ্রসম্ভারে তিনিও মত্ত হয়ে ওঠেন, সোনার ফসল তুলে আনেন। নিশ্চিত উপবাস যদি নিয়ত দীর্ঘশ্বাস না ছড়াত, যদি প্রত্যহ মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি যদি চোখের সামনে না ভাসত তাহলে কি তিনি সেই মত্ততা, সেই সোনার ফসল নিজের মত করে ছড়িয়ে দিতেন না? তখন কি সৈনিকের কড়া পোশাক খুলে ফেলে প্রিয়তমার সামনে নতজানু হয়ে তুলে দিতেন না কবিতাগোলাপ?

তাঁর এই আর্ত আক্ষেপটুকু যেন আমাদের নজর না এড়ায়,
আজ কিন্তু নীল আকাশ আমাকে পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ
স্বদেশের হাওয়া বয়ে এনেছে অনুরোধ
চোখের সামনে খুলে ধরেছে সবুজ চিঠি;
কিছুতেই বুঝিনা কী করে এড়াব তাকে'

আবার, 'চিরদিনের' কবিতাটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় বিপ্লবের লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। সেখানেও আত্মদানের কথা আছে, বিদ্রোহ আছে, জনমত জড়ো করা আছে, আকালের গল্প শোনানো আছে এমনকি বিপ্লবোত্তর সুবর্ণ যুগের আগমনের কথাও আছে, কিন্তু সবকিছুই আছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে। বোঝা যায়, যেদিন সত্যিই সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসবে, যেদিন আর আত্মদান, বিদ্রোহ এবং জনমত জড়ো করার প্রয়োজন থাকবে না, সেদিন কবি নতুন করে এই বাঁশঝাড়, বর্ষার নদী, বুড়ো বটতলার সন্ধেবেলা, গল্পরত ঠাকুমা-নাতনিদের কথা বলবেন। আর একটু দীর্ঘ জীবন লাভ করলে, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত ভারতকে একটু দুর্নীতিমুক্ত কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে পেলে, যৌবনোন্মেষের বাষ্পায়িত আবেগ ঘনীভূত হলে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ণ জীবনদর্শনকে প্রস্ফুটিত করতে ব্রতী হতেন বলেই মনে হয়। তখনও অন্যায় ও দ্বিচারিতা দেখলেই প্রতিবাদ করতেন, কবির কাজই তাই। কিন্তু জীবন ও সমাজের অন্যান্য দিকগুলো বাদ দিতেন না। সবচেয়ে বড় কথা, সবকিছুই লিখতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই। আমাদের দুর্ভাগ্য, সুকান্ত সেই সুস্থিত জীবন পেলেন না, আমরাও তাঁর কাব্যের পর্দা-ঢাকা অংশ দেখতে পেলাম না। শুধু আভাসটুকু পেলাম,

'সেদিন ছায়ায় এসো; হানো যদি কঠিন কুঠারে
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।'

পরিস্থিতির তাড়নায় সুকান্ত প্রধানত উদ্দীপক রসের কবিতা লিখেছেন। দৃষ্টি স্বচ্ছ ও লক্ষ্য স্থির থাকার জন্য কখনও ফোকাস নড়ে যায়নি। তাঁর আদর্শ কমিউনিজম তাঁকে মানবতার মূল শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছে, শোষণ। হাজার রূপে সমাজে শোষণ হাজির। লড়াই তার বিরুদ্ধে। মুক্তি আসবে বিপ্লবের মাধ্যমে। তা করতে সর্বহারা শোষিতকে সংগঠিত হতে হবে। তার আগে সর্বহারার চেতনা জাগ্রত করতে হবে। সুকান্ত তাই সারাজীবন জাগরণের কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন সর্বহারার বোধগম্য ভাষায়। তুলে দিয়েছেন ভবিষ্যতের হাতে।

একজন কবির অন্তিম বিচারক সময়। একুশ বছরের জীবনের অবসানের আটাত্তর বছর পর একথা মানতেই হয় কী প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে, কী পরিব্যাপ্তির নিরিখে সুকান্ত কালজয়ী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। গুণগত উৎকর্ষ দিয়ে এমনিতেই তারা পাঠকের মন জয় করেছিল। সমসাময়িক সাহিত্যিকরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাঠক্রমে তাঁর বহু কবিতা প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর বেশ কিছু কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়। বিশেষত সলিল-হেমন্ত জুটি সুকান্তের 'রানার', 'ঠিকানা', 'অনুভব' ('অবাক পৃথিবী' ও 'বিদ্রোহ আজ') প্রভৃতি কবিতাগুলোকে বাঙালির রক্তে মিশে যেতে সাহায্য করেছে। আরো কিছু কবিতায় সুরারোপ করা হয়েছে।

কিন্তু এ জনপ্রিয়তার চেয়েও বৃহত্তর ও মহত্তর প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সুকান্তের বেশ কিছু লাইন বাংলাভাষায় প্রবাদের মর্যাদা লাভ করেছে।

কয়েকটির উল্লেখ না করলেই নয়।

☐ এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
☐ পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।
☐ সবচেয়ে ভালো খেতে গরিবের রক্ত
☐ বড়লোকের ঢাক তৈরি গরিব লোকের চামড়ায়
☐ বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন
☐ আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই/স্বজন হারানো শ্মশানে তাদের চিতা আমি তুলবোই।
☐ চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযাগ্যে করে যাবো আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উদাহরণের তালিকা সহজেই দীর্ঘতর হতে পারে। ভারতচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সৌভাগ্য ক'জন বাঙালি কবির হয়েছে?

এভাবেই সুকান্ত থেকে গেলেন, থেকে যাবেন। থেকে গেলেন মানুষের মুখে-মুখে-ঘোরা গান হয়ে, স্লোগান হয়ে, প্রতিবাদ হয়ে। পৃথিবীতে যতদিন শোষণ, ক্ষুধা, বঞ্চনা, অসাম্য থাকবে তার বিপ্রতীপে সুকান্তও থাকবেন, থাকবেন ক্ষুব্ধ যৌবনের সোচ্চার প্রতিরোধ হয়ে, সশব্দ বিদ্রোহবিগ্রহ হয়ে।

কিটস যেমন থেকে গেছেন সংবেদনশীল মনের পিছুটানের আবেশ নিয়ে, কাফকা যেমন থেকে গেছেন অবসন্ন বিষাদের সমব্যথা নিয়ে, সুকান্তও তেমনভাবেই থেকে গেলেন শোষণমুক্তির আশায় উদ্বেল তরুণহৃদয়ের প্রতিবাদ নিয়ে।

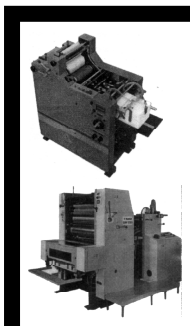

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

মীরা মুখার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বর্ধমান বোরহাটের বাসিন্দা মীরা মুখার্জী প্রয়াত হয়েছেন ২৬ অক্টোবর রাত ২.৩০-এ ব্যারাকপুরে মেয়ের বাসভবনে। মৃত্যুকালে মীরা দেবীর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ছিলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. অমল মুখার্জীর স্ত্রী। আলাপী ও স্নেহবৎসল মানুষ হিসেবে মীরা দেবী সকলের কাছে পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন।

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-